মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিযোগিতায় রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত না হলেও ১৬টি রিলে সাঁতারের পুরস্কার গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে দেওয়া ওই অভিযোগে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ওই প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা কোনো রিলে সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে পুরস্কার বিতরণের সময় সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন শারীরিক শিক্ষক রিলে সাঁতারের ১৬টি পুরস্কার গ্রহণ করেন।

অভিযোগে সাঁতারে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. শরিফ উদ্দীন, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফারাহ হোসেন, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের মো. সোহেল রানা, হরিরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আব্দুল কুদ্দুস এবং উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মো. জাকারিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম অভিযোগ করেন, যে খেলা অনুষ্ঠিতই হয়নি, সেই খেলার পুরস্কার কীভাবে বিতরণ করা হলো এ নিয়ে উপস্থিত প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা বিস্মিত হন। তিনি বিষয়টিকে অনিয়ম ও দুর্নীতি হিসেবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সাঁতার প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জাব্বারুল ইসলামও এ দায় এড়াতে পারেন না। বিষয়টি তাকে জানানো হলেও তিনি কোনো

কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ করেন আবুল কালাম। পরে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে জানানো হলেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন জানিয়েছেন বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম।

কোটচাঁদপুরের চাষিদের নজর কাড়ছে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার চাষিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মার্সেলো গ্রিন ও ইয়েলো কিং জাতের উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজ।

মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করায় উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এবং মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করে ভালো দামে বিক্রি করতে পারায় খুশি চাষিরা। অন্যদিকে নিরাপদ ও উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদন বাড়াতে উপজেলা কৃষি বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে কোটচাঁদপুরে উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ শুরু হয়। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ চাষের পরিধি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। চলতি মৌসুমে উপজেলার প্রায় দেড় একর জমিতে সাতজন কৃষক এ তরমুজের চাষ করেছেন।

চাষিদের মধ্যে রয়েছেন নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের জুবায়ের হোসেন, ফাজিলপুর গ্রামের আশরাফুজ্জামান, ছয়খাদা গ্রামের সজিব আহমেদ, রামচন্দ্রপুর গ্রামের শান্তি মিয়া, তালসার গ্রামের ফারুক হোসেন, কুশনা গ্রামের আবুল বাশার এবং বড়বামনদহ গ্রামের মহব্বত আলী। অধিকাংশ কৃষক ২০ শতক জমিতে এ তরমুজের আবাদ করেছেন।

কৃষকরা জানান, মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে তরমুজ সংগ্রহ করে বাজারে

ভালো দামে বিক্রি করতে পেরেছেন। অসময়ে উৎপাদিত হওয়ায় বাজারে এ তরমুজের চাহিদাও বেশি। ফলে এলাকার আরও অনেক কৃষক এ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

বড়বামনদহ গ্রামের কৃষক মহব্বত আলী বলেন, কৃষি অফিসের সহায়তায় গত বছর এক বিঘা জমিতে প্রথমবার গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ করি। ফলন ভালো হয়েছিল। প্রথম বছর কিছুটা অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও লোকসান হয়নি। এবার বাজারদর ভালো থাকায় লাভও বেশি হবে বলে আশা করছি।

নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা জুবায়ের হোসেন বলেন, তিনি গত তিন বছর ধরে এ তরমুজের চাষ করছেন। বছরে তিনবার এ তরমুজের আবাদ করা সম্ভব। একবার ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ করলে তিন মৌসুমে উৎপাদন করা যায়। এতে বছরে প্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আয় হয়।

তিনি আরও বলেন, “এটি লাভজনক একটি ফসল। অল্প খরচে ও কম সময়ে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। কেউ এ চাষ করতে চাইলে আমি পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে গ্রীষ্মকালীন উচ্চমূল্যের তরমুজের সাতটি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। চাষিরা ২০ শতক জমি থেকে গড়ে প্রায় ৬৫ হাজার টাকার তরমুজ বিক্রি করেছেন। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে তাদের প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে চাষিদের উন্নতমানের বীজ, সার, মালচিং সামগ্রী ও বালাইনাশক সরবরাহ করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনী দেখে অন্য কৃষকরাও এ চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে কোটচাঁদপুরে প্রায় দেড় একর জমিতে মার্সেলো গ্রিন, ইয়েলো কিং ও মেলোডি সুপার জাতের তরমুজের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে মার্সেলো গ্রিন জাতের তরমুজের চাষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩০ মেট্রিক টন।

মেহেরপুর সদর কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান

সরকার প্রদত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে প্রণোদনায় অনিয়ম, মৃত ব্যক্তির নামে বিল-ভাউচারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সদর উপজেলা কৃষি অফিসে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। পরে তদন্ত দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত শুরু করে।

তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দলের নেতৃত্ব দেন দুদকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়। তিনি জানান, কৃষি প্রণোদনার আওতায় একাধিক প্রকল্পে মৃত ব্যক্তির নামে প্রকল্প প্রদান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে চার হাজার কৃষককে প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে।

তিনি আরও জানান, তদন্ত টিম ইতোমধ্যে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ করেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই-বাছাই শেষে পুরো প্রতিবেদন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

মুজিবনগরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫২তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও

মাদ্রাসা। ২০০ মিটার মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন সালমান শাহরিয়ার, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মামুন হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ছোট বালিকা মুক্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মনিরা খাতুন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মনিকা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বালিকা বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন জান্নাতুল খাদিজা, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মনিকা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। বালিকা প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন নুসরাত জাহান তিথি, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন লাবিবা খাতুন, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর।

বড় বালিকা মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন রাজিয়া খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মেরিনা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। বড় বালিকা চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন মেরিনা খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন রাজিয়া খাতুন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

বড় বালিকা প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন মিতালী খাতুন, মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সুরাইয়া আক্তার, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

কাবাডি বালক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কাবাডি বালিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

মুক্ত সাঁতার ছোট বালক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন আশিকুর রহমান, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ইখলাস শেখ, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর।

বালক প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন লিয়ন হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন লিজল হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বালক বুক সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন আশিকুর রহমান, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ইয়াসিন আরাফাত, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বালক চিৎ সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন ইয়াসিন আরাফাত, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জিহাদ আলী, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর। বড় বালক মুক্ত সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন আশরাফুল ইসলাম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন সাদিকুল ইসলাম, আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমি।

বড় বালক প্রজাপতি সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন শহিদুল ইসলাম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন আশরাফুল ইসলাম, মানিকনগর ডি. এম. আমিনিয়া আরাবি মাদ্রাসা।

বড় বালক ১০০ মিটার বুক সাঁতার প্রতিযোগিতায়ও প্রথম স্থান অধিকার করে।

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুরে ৫২তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫ এর পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের প্রতিযোগিতার মূল প্রতিপাদ্য ছিল “তারুণ্যের উৎসব ২০২৫

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে”।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানা অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম।

দিনব্যাপী নানা ইভেন্ট শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আয়োজনে ছিল বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি, মেহেরপুর সদর।

হরিণাকুণ্ডুতে গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

বর্ণাঢ্য আয়োজন স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহনে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) উপজেলার প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ-জামান এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আব্দুল বারী’র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈষিতা আক্তার, হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শহিদুল ইসলাম হাওলাদার।

এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন স্কুল মাদ্রাসার প্রধাান শিক্ষক, সুপার, ক্রীড়া শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, উপজেলার আট ইউনিয়নের ৮টি ভ্যানু ও পৌরসভা থেকে বিজয়ী দল

খেলোয়াড়রা উপজেলা পর্যায়ের এই খেলায় অংশগ্রহন করবেন। এর আগে ৭দিন ব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় ফুটবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, দাবা ও সাঁতারসহ বিভিন্ন ইভেন্টে স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহন করছে।

মুজিবনগরে কৃষকদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য পেঁয়াজ বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৩ হাজার ৫শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ও ওমর ফারুক প্রিন্সসহ উপজেল উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বৃন্দ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৩ হাজার ৫ শত কৃষকের মাঝে ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার, ৫০ গ্রাম ওজনের ১পেকেট কীটনাশক এবং ১০০ ফুটের এক পিস পলিনেট বিতরণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক প্রমূখ। আলোচনা সভা শেষে সকল ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক ইকবাল হোসেন ।

কোটচাঁদপুরে গ্রীষ্মকালীন স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও পুরস্কার বিতরন

জাতীয় ৫০ তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি সমিতির গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া ও পুরস্কার বিতরন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠান করা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সরকারের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর পৌরসভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন,কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঈন উদ্দিন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা বলেন, খেলা ধুলায় অংশ গ্রহন করা,শুধু জেতার জন্য নয়। অংশ গ্রহন করাটাও একটা বড় ব্যাপার। খেলা ধুলার মধ্যে থাকলে শরীর মন,দুটিই ভাল থাকে। এ ছাড়া এ খেলার মাধ্যমে দেশ কে জাতীয় পর্যায় তুলে ধরা সম্ভব।এড়িয়ে চলা সম্ভব মাদকদ্রব্য থেকে ও।

পরে খেলায় বিজয়িদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন,অতিথিবৃন্দরা।

গাংনীতে গ্রীষ্মকালীন ফাইনাল খেলায় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

৪৯ তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪ টার সময় গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা স্কুল ক্রীড়া সমিতির আয়োজনে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল দল (বালক) ২-১ গোলে বাওট সোলায়মানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল দলকে পরাজিত করে উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এছাড়া জোড়পুকুরিয়া ফুটবল মাঠের ফাইনাল খেলার সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসার ও আয়োজক কমিটির সভাপতি মৌসুমী খানম।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এর আগে খেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, হিজলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, বাওট সোলায়মানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সোহরাব হোসেন, গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরবিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান লিখনসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী

শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খেলার ফলাফল শীট অনুযায়ী জানা গেছে, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল (বালক-বালিকা) প্রতিযোগিতায় হ্যান্ডবল ও কাবাডী (বালক) প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে কাবাডী ও হ্যান্ডবলে(বালিকা) জেটিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়।